بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২১ অক্টোবর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ অক্টোবর ২০১১-এর (২১ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

বিগত প্রায় মাসাধিক কাল আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তথা জার্মানী, নরওয়ে, হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম ইত্যাদির সফরে ছিলাম। এ সফরকালে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করেছি। বরাবরের মত এবারও যেখানে জামাতের মাঝে ঈমান, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত দেখেছি সেখানে জামাতের বাইরের মানুষদের মাঝেও জামাতের প্রভাব, জামাতের সাথে তাদের সুসম্পর্ক এবং তা আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা এবং ইসলামকে ভাল করে জানার আগ্রহও পূর্বের তুলনায় বেশি মনে হল। অতএব এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, জামাতের প্রতিটি পদক্ষেপ উন্নতির পানে উঠে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বাণী আমাদের চেষ্টার তুলনার অনেক বেশি বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এর ইতিবাচক ফল প্রকাশ পাচ্ছে। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রতি একজন আহমদীর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে। কেবল মানবীয় প্রচেষ্টার প্রশ্ন যদি হতো তাহলে জাগতিক ভাবে আমাদের ছোট্ট জামাতের প্রতি কারো দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। অতএব মানুষের এই আগ্রহ এবং আমাদের উন্নতি কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পুর্ণতা মাত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

'আমাদের জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। মানুষের বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা অথবা জাগতিক উপকরণ কখনোই ওসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারে না। আমাদের বিরোধীরা নিজেদের চিন্তাধারা ও জাগতিক ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের জামাত সম্পর্কে মনে করে, এটি একটি নব্য ফির্কা মাথা গজিয়েছে'।

যেমনটি কিনা বর্তমানেও মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী মনে করে বা তাদের আলেমরা তাদের অধিকাংশকে এই ধারণা দিয়েছে, এটি একটি জাগতিক বিষয় বা পার্থিব কোন সংগঠন।

বিভিন্ন ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দুর্নাম করা হয়, হুযূর (আ.)-এর বিভিন্ন নাম রাখা হয় যা আমাদের হৃদয়ে নির্মমভাবে আঘাত হানে। যাহোক, এরা যে যা ইচ্ছা মনে করতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এহেন মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেন:

'আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে এ জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। আর না-ই তার বৃদ্ধি বা প্রসার ঘটতে পারে। কিন্তু খোদা যখন ইচ্ছা করেন তখন সেই জাতির অবস্থা একটি বীজের ন্যায় হয়ে থাকে। যেমন সময় আসার পূর্বে বীজ অঙ্কুরিত হওয়া ও বৃদ্ধি পাবার কথা কেউ বুঝে উঠতে পারে না; অনুরূপভাবে ঐ জাতির উন্নতিও অসম্ভব বলে মনে করে। অতএব এটি আল্লাহ্‌র জামাত। আমরা প্রতিনিয়ত জামাতের প্রতি আল্লাহ্‌র সমর্থন দেখছি'।

জামাতের উন্নতি দেখে বস্তুবাদী আহমদী বিরোধীরা হতভম্ব। এ জন্যই জামাতের প্রতি শত্রুতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক খুতবায় আমি এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ চান এই জামাত উন্নতি করুক আর ইসলামের বিজয় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাধ্যমে সাধিত হোক। এটি খোদা তা'লার পরিকল্পনা আর আল্লাহ্ চাহেনতো এটি হবেই। এই বিরোধীদের সকল চেষ্টা এবং শত্রুতা বৃথা যাবে। প্রত্যেক পবিত্রচেতা এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্। যাহোক, সাধারণত আমি প্রত্যেক সফরের পর সংক্ষিপ্তভাবে সফরের বৃত্তান্ত তুলে ধরি আজও (রীতি অনুযায়ী) কিছু বর্ণনা করব। আল্ ফযল পত্রিকায় যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে বিস্তারিত বিবরণ অনেকটা তাতে এসে যাবে। আমি আংশিকভাবে এখানে কিছু বিষয় বর্ণনা করে দিচ্ছি যার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে যে ঐশী কৃপা বর্ষিত হচ্ছে তার ওপর কিছুটা আলোকপাত হবে। জামাতী সফরের সময় আমাদের স্বজনদের অর্থাৎ আহমদীদের উপকার হয়েই থাকে। অন্যরা তথা বস্তুবাদীলোকেরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারাও উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ ঘটে। কতক শিক্ষিত রাজনীতিবিদ অথবা সরকারের কর্ণধাররা মনে করেন, এটি সম্ভবত পার্থিব কল্যাণে বা পরিবেশকে উন্নত করার জন্য আহমদীরা নিজেদের সাথে সাক্ষাতকারীদেরকে ভালবাসার বার্তা দিয়ে থাকেন আর ইসলামের সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরেন। অধিকাংশ জায়গায় অনুভব করেছি, আহমদীয়াত কী, মানুষ সরাসরি আমার কাছ থেকে তা শুনতে চায়। নিঃসন্দেহে আহমদীরা পূর্বেই এ ব্যাপারে তাদের অবহিত করে থাকবেন তারপরও আত্মতৃপ্তির জন্য তারা আমার কাছে থেকে শুনতে চান। অতএব অন্যদের সাথে যেসব সাক্ষাত হয় তাতে বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের সাথে সম্পর্ক ব্যাপকতর করা ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ এবং কু-ধারণা দূর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেভাবে আমি বলেছি, কতক জায়গায় আমি তা বর্ণনাও করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মানী জামাত তবলীগ এবং জনসংযোগ বাড়াতে বিশেষভাবে চেষ্টা করছে। বর্তমানে তাদের চেষ্টা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ কারণে জার্মান জাতির কাছে ইসলামের সংবাদ এবং জামাতের পরিচয় পৌঁছাচ্ছে। এবারও তারা ঐসব সম্পর্ক রক্ষাকারীদের মধ্য থেকে কতক শিক্ষিত মানুষের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা রেখেছিল। বরং এটি বলা উচিত, আমাদের যুবকরা ফ্রাঙ্কফুর্টে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রফেসরের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কিছুকাল যাবত আমি জার্মান যুবকদের মাঝে যথেষ্ট জাগরণ লক্ষ্য করছি।

তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে আর তবলীগের প্রতিও আকর্ষণ বাড়ছে। যাহোক, এখানে কয়েকটি সাক্ষাতকারের কথা উল্লেখ করব আর যেসব স্থানে অন্যান্য জামাতী অনুষ্ঠান হয়েছে তারও উল্লেখ করব।

ফ্রাঙ্কফুর্টের মারবুব বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক সাক্ষাত করতে এসেছিলেন আর তারা উভয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী ছিলেন। 'পেরিহেকর' এবং 'এফশ ফলস'। তারা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর প্রফেসর। তারা আরবীও জানেন, ইসলাম সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন তুর্কি ভাষা বিশেষজ্ঞ আর তার বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস। তাদের সাথে ইসলামের ইতিহাস নিয়েও আলোচনা হয়। আমি তাদের একথাই বলেছি, কেবল নিজেদের ঐতিহাসিক বা যারা পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদদের ভাবধারায় প্রভাবিত তাদের বই-ই পড়বেন না বরং আরব ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ুন যাদের মূল উৎসের সাথে সম্পর্ক আছে আর হাদীস সমূহও আপনাদের দেখা উচিত। তদ্রুপভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের বই 'সীরাতুন্ নবী' যার একটি অংশের অনুবাদ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলেছি, ঐগুলোর ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে— সেগুলো পাঠ করে দেখুন। এ থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, কীভাবে জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে আর কতক আপত্তিরও খন্ডন করা হয়েছে। যাহোক আল্লাহ্ করুন এটির অবশিষ্ট অংশেরও অনুবাদ (সম্পূর্ণ) হয়ে যাক। এটি অনেক ভাল বই, ঐ সকল মানুষের জন্য যারা জীবন চরিতের পাশাপাশি ইসলামের উপর উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তিরও উত্তর পেয়ে যায়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে Five Volume Commentary এবং ইংরেজিতে অনুদিত এই জীবন-বৃত্তান্ত রাখার জন্যও বলেছি। ইনশাআল্লাহ্ যথাসময় তা পৌঁছে যাবে। আমি তাদেরকে এমটিএ দেখার জন্যও বলেছি। এটি দেখে যারা সৎস্বভাবের তারা ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পাচ্ছে, সঠিক শিক্ষা জানতে পারছে। তারা আমাকে আরো প্রশ্ন করেন, মিশরের আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের কি আছে (বা আপনাদের কোন কথা গৃহীত হয় কিনা?), সেখানে বা তাদের সাথে কোন কথা হয়েছে কি? তখন আমি তাদের বললাম, কয়েক বছর পূর্বে এক সময় তাদের অধ্যাপকদের সাথেও কথাবার্তা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে আমাদের আরবী ডেস্কের কর্মীরা তথা শরীফ আওদা সাহেবরা তাদেরকে প্রেরণের জন্য একটি বইও রচনা করেছিলেন যা তাদের পাঠানো হয়েছিল। যাহোক, তাদের হৃদয় কঠোর তারা মানবে না তবে যারা পবিত্র স্বভাবের মানুষ তারা যদি পড়ে তাহলে অবশ্যই তাদের হৃদয় উম্মোচিত হয়। মোটকথা এমন লোকদের সাথে এ আলোচনা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে আর তারা এথেকে ভাল প্রভাব গ্রহণ করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্টের অদূরে, আশে পাশের এলাকায় দু'টি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখারও সুযোগ হয়েছে অর্থাৎ একটি দেড়শ' কিলোমিটার দূরত্বে আর অপরটি প্রায় সত্তর-আশি কিলোমিটারের মধ্যে। সেখানকার একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সহকারী মেয়রও এসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন আমিও মসজিদের বরাতে কিছু কথা বলেছি। কিন্তু পরবর্তীতে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি শুনেছি (লক্ষ্য করুন অজ্ঞতামূলক চিন্তাধারা কেবল অতীতের বিষয় নয়, আজও এ আলোকিত যুগে আর ইউরোপে এ ধারণা বিরাজমান) ইসলাম ধর্ম অনুসারে অ-মুসলমানদের কুরআন পড়া বা দেখা নাকি অপরাধ। আমি বললাম, একথা আপনাকে কে বলেছে? এখনই আপনি কুরআন তিলওয়াত শুনেছেন এর

অনুবাদ শুনেছেন। মহানবী (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য এসেছিলেন, সকল মানুষের জন্য এসেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে এ ঘোষণা করিয়েছেন, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক পবিত্র স্বভাবের জন্য রহমত আর আরোগ্য তাই আপনি সম্পূর্ণ ভুল শুনেছেন। আমাদের (কুরআনের) অনুবাদ ছাপা হয়েছে, আপনাকে দেয়া হবে আপনি পড়বেন। এ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা যা আজও কতক মুসলমানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করা হয়। আর আহমদীরা পবিত্র কুরআনের প্রচার ও প্রসার কল্পে যে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলে দিতে চাই, সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে, অনেক ভাল স্থানে পবিত্র কুরআনের একটি বড় ও ব্যাপক প্রদর্শনী হয়েছিল। খুবই সুন্দরভাবে এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল। হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান এবং শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানরাও তা পরিদর্শন করেছিলেন। তিন দিনের প্রদর্শনী ছিল কিন্তু তিন দিনই বিশেষ করে প্রথম দু'দিন নামধারী উলামা এত হট্টগোল করল আর চাপ সৃষ্টি করল যে, সরকার সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা করল আর এ কারণে তৃতীয় দিন সরকার প্রদর্শনী বন্ধের জন্য জামাতকে অনুরোধ করে। সেখানকার বড় বড় সংবাদপত্র এই মর্মে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল যে, অনেক উন্নত মানের প্রদর্শনী আর আজ আমরা কুরআনের শিক্ষা এবং প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হলাম। কোন কোন মুসলমান এ মন্তব্যও করেছেন, কুরআন শরীফের এমন সুন্দর শিক্ষা পূর্বে আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু এ মুসলমানরা সব সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর এমন এমন বিভ্রান্তিকর কথা ছড়ায় যে, ভাবতেও অবাক লাগে।

আমার আরেকটি কথা মনে পড়ল, আমি কাল-পরশুর ডাক দেখছিলাম। পাকিস্তান থেকে একজন লিখেছেন, আমি আমার কোন অ-আহমদী বন্ধুর ঘরে সমবেদনা জানানোর জন্য গিয়েছি। সেখানে কথা-বার্তা চলছিল, একজন বলতে আরম্ভ করে, শুনেছি আহমদী হওয়ার রীতি হলো— আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে প্রথমে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয় আর সেখানে আলমারীর মধ্যে পবিত্র কুরআন রেখে দেয়। তারপর তাকে বলা হবে আলমারী নাড় এবং ধাক্কা দাও। যদি কুরআন করীম পড়ে যায় তাহলে মনে করবে তুমি পাক্কা আহমদী মুসলমান। পূর্ণাঙ্গ আহমদী হয়ে গেছো। এ হলো তাদের ধারণা। এমন মিথ্যাচারও রয়েছে। এদের শুধুই ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এসব লোকেরা জাতিকে এমনভাবে নির্বোধ বানিয়েছে যে, এদের চিন্তা-ভাবনার শক্তিও লোপ পেয়েছে।

যাহোক জার্মানীর কথা হচ্ছিল। আপনারা এমটিএ-এর বদলৌতে দেখেছেন, আমার জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থানকালে খোদ্দাম, আতফাল এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার সেখানে যাওয়া এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যধিক কল্যাণমন্ডিত করেছেন। এই প্রথমবার আমি ইজতেমায় আতফালকে তাদের অবস্থার নিরিখে কিছু কথা বলেছি আর সেখানেই আমার কাছে পত্র আসতে আরম্ভ করে, আপনার উপদেশ আমরা মেনে চলব, দোয়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সামর্থ দান করেন। কতকের দৃষ্টান্তও দিয়েছিলাম, মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং এই ধরণের অভ্যাস যা শিশুদের মাঝে সৃষ্টি হয়। টিভি এবং ইন্টারনেটের সামনে যারা সব সময় বসে থাকে তারা সবাই এ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করেছে। মূল বিষয় হলো, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আমাদের ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের জেনে রাখা উচিত, সকল বৈধ কাজও ভারসাম্য বজায়

রেখে করা উচিত। আর অশালীন ও অবৈধ বিষয়ের ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না। এই স্পৃহা যদি আমাদের শিশু-কিশোর এবং যুবকদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাদের ভবিষ্যত নিরাপদ আর এরফলে জামাতের সামগ্রীক তরবীয়ত বা শিক্ষার মান উন্নত হবে। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরাও আমার কথা শুনে যেভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন, তিনি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন কেননা, তারা কথা শোনামাত্রই ইতিবাচক সাড়া দেয়।

আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, লাজনাদের অনুষ্ঠানও বেশ ভালো হয়েছে। তবে একটি বিষয়ের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বরং একথা সারা বিশ্বের লাজনাদের জন্য প্রযোজ্য। আমার সেই খুতবার উদ্ধৃতি দিয়ে একজন ভদ্রমহিলা আমাকে লিখেছেন, মূল হলের পরিবেশ খুবই ভালো ছিল, নিরবে শোনা গেছে আপনার খুতবা কিন্তু শিশুদের পৃথক যে হল ছিল তাতে শিশুদের অল্পসল্প হট্টগোল যা হয়ে থাকে তাতো ছিলই স্বয়ং মায়েরাও দূরে বসে আছেন ভেবে গল্পগুজবে মেতে উঠে। অতএব লাজনাদের জন্য পৃথক যে তাবু বা হলের ব্যবস্থা করা হয় সে সম্পর্কে মহিলাদের স্মরণ রাখতে হবে, যাদের শিশু সন্তান রয়েছে তারা শিশুদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে যথা সম্ভব নিরব রাখার চেষ্টা করুন আর নিজেরা বক্তৃতা শোনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন আর যে অনুষ্ঠান চলছে এর প্রতি মনোযোগী হোন এবং শুনুন। এই পৃথক হল তাদেরকে গল্পগুজবে মত্ত থাকার জন্য দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো সাবধান থাকতে হবে আর ব্যবস্থাপকদেরও এর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে অন্যান্য জামাতী অনুষ্ঠানাদিও হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ এসে যাবে। সেখানে দু'সপ্তাহের মত অবস্থান ছিল। তারপর সেখান থেকে নরওয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হই। যেভাবে খুতবার মাধ্যমে আপনারা শুনেছেন, নরওয়েতে মসজিদে নসর-এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। মাশাআল্লাহ্! এটি খুবই সুন্দর মসজিদ। এখান থেকেও অনেকে গিয়েছিলেন তারা দেখেছেন, এটি অনেক বড় একটি মসজিদ। কেবল উত্তর ইউরোপেরই বড় মসজিদই নয় বরং আমার মনে হয় বা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, অবশ্যই এটি বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। সেখানকার জামাত খুবই ছোট কিন্তু দেখে মনে হয় অনেক বড় জামাত অথবা ধনাঢ্যদের জামাত। কিন্তু এ দুটি কথার উভয়টি ভুল। এটি বড় জামাতও নয় আর এ জামাতে তত ধনাঢ্য ব্যক্তিও নেই। শুধু চেতনা ও মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। এটি সৃষ্টি হলো আর তখন এদিকে মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে মসজিদের এই জমি ক্রয় করা হয়েছিল। এই জমিতে বেইসমেন্টের মত করে একটি হল বানানো হয়েছিল; হয়ত তারা মসজিদের বেসমেন্ট বানাতে চেয়েছিলেন। তখন নকশা যাই ছিল, পরবর্তিতে এতে কিছু রদবদল হয়েছে। কেন্দ্র তখন তিন চার মিলিয়ন ক্রোনে অথবা প্রায় চার-পাঁচ লাখ পাউন্ড অনুদান হিসেবে দিয়েছিল এরপর তাদের বলা হয়েছে, নিজস্ব অর্থে আপনারা এই মসজিদ নির্মাণ করুন। ২০০৩ সালে আমিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মনোযোগ আকর্ষণের ধারা অব্যাহত থাকে কিন্তু নরওয়ে জামাত নিজ অবস্থানে অনড় ছিল। কখনও এই সমস্যা কখনও সেই সমস্যা লেগেই থাকতো। আমাকেও তারা অনেক বিরক্ত করেছে। অবশেষে আমি তাদের বলে দিয়েছি এই জমি দিয়ে আপনাদের যা ইচ্ছা করুন। যদি বড় মসজিদ

বানাতে না পারেন তাহলে অন্য কোন স্থানে এক টুকরো জমি কিনে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করুন। এরপর জামাত নিজেও এই জমি বিক্রি করার কথা ভাবতে আরম্ভ করে। কয়েকজন বিক্রি না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। যাহোক, অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়— এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, শহর থেকে বিমানবন্দর যেতে রাস্তার পাশেই এই প্লটটি অবস্থিত এবং জায়গাটিও উঁচু তাই জমিটি বিক্রি করা উচিত হবে না। ২০০৫ সালে যখন আমি গেলাম তখন ঘটনাক্রমে সেখানে জুমুআর নামায পড়া হলো, জুমুআর নামাযের জন্য যে হল ভাড়া নেয়া হয়েছিল তা এই প্লটের একেবারে পাশেই ছিল। তখন খুতবায় আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে ছিলাম, নরওয়েতে ইনশাআল্লাহ্ মসজিদ হবে এবং একটি-দু'টি নয় বরং এদেশের প্রত্যেক স্থানে মসজিদ হবে। এটি আল্লাহ্ তালা সিদ্ধান্ত যে, তিনি এ জামাতকে অবশ্যই বিস্তৃতি দান করবেন। কিন্তু যখন আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পাশ দিয়ে যাবে তখন তারা বলবে, এটি একটি উত্তম প্লট, এই সুন্দর জায়গা আমাদের পিতৃপুরুষরা পেয়েছিলেন কিন্তু তারা একে হাতছাড়া করেছেন। কাজেই একটু আল্লাহ্কে ভয় করুন, যে সংকল্প করেছেন একবার তা পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। যাহোক, যতটুকু মনে পড়ে এমন ভাষাতেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, পরবর্তী প্রজন্মের সামনে নেক বা উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাদের দোয়ারও ভাগীদার হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের একটি অনুপম সৌন্দর্য হলো, তারা যুগ খলীফার কথাকে মেনে থাকেন এবং তা পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। এক ধরনের উদ্দীপনা ও প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর তাই তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে কখনও কখনও আমিও বিস্মিত হয়ে যাই।**

মোটকথা এই দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে যখন নরওয়ে জামাত সংকল্পবদ্ধ হলো এবং তাদের চোখ খুললো, তখন তারা ত্যাগের দৃষ্টান্তও স্থাপন করলেন যার কাহিনী অনেক দীর্ঘ। নরওয়ের খুতবায় আমি এর কিছু উল্লেখও করেছিলাম। প্রায় একশ' মিলিয়ন ক্রোনের বেশী আর্থিক ত্যাগের বিনিময়ে এই মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই অর্থ প্রায় বারো মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমান। বারো লাখ নয় বারো মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশী। আমি যেভাবে বলেছি, এরা তত ধনী লোক নয়। কিন্তু যখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম আর তাদেরকে সতর্ক করেছিলাম, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তোমরা কি আদর্শ রেখে যাচ্ছ, তখন শুধু সাময়ীক আবেগ ও আত্মমর্যাদাবোধই জাগ্রত হয়নি বরং এক আহমদীর মাঝে সদাবিদ্যমান সেই নেক বৈশিষ্ট্য জেগে উঠে। যদি সাময়ীক আবেগ বা উত্তেজনা হতো, তাহলে এক বছর পরেই তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিত। যদিও এমন সময়ও এসেছে, ব্যবস্থাপকগণ বিচলিত হয়ে আমাকে লেখা শুরু করেন কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করলে পুনরায় তারা কাজে লেগে যেতেন। অবশেষে পাঁচ বা ছয় বছরের কুরবানীর পর আট বা নয়শ' সদস্যের এ জামাতটি এখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এয়ারপোর্ট থেকে শহরে প্রবেশের সময় এই মসজিদটি অতীব সুন্দর একটি দৃশ্য উপহার দেয়। সেখানকার প্রধানমন্ত্রীও এ কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ রাস্তার সৌন্দর্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় আশি থেকে নব্বই হাজার গাড়ি, প্রাইভেট কার ইত্যাদি এ রাস্তায় চলাচল করে এবং তারা এ মসজিদটি দেখে।

কথায় আছে, একবার যদি কোন জিনিষের স্বাদ পাওয়া যায় তবে সেটা লাভের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে থাকে। মনে হয় আমাদের নরওয়ে জামাতের অধিকাংশের মাঝে এমনটিই ঘটেছে। আগে অবস্থা এমন ছিল, একটি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছে, হবে নাকি হবে না? কোথায় সমস্যার একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করেছে আর এখন তারাই বলছে, 'ক্রীসচান সান্ড' নামক শহরে আরেক খন্ড জমি আছে আর সেখানে ছোট্ট একটি জামাতও রয়েছে; আমরা সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করব। সেখানেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হবে। এর কারণ এদেশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই আমি তাদের বলেছি, সবে তো আপনারা এ মসজিদ নির্মাণ করলেন আর এখনই আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ কীভাবে শুরু করবেন? আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়; এখন তাদের সাহস এত বেশি বেড়েছে যে, আমেলা এবং অন্য কয়েকজন আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেছেন, অনুগ্রহের মালিক আল্লাহ্! আমরা এটা নির্মাণ করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ্। কাজেই এ হলো একজন আহমদীর উদ্দীপনা। একবার যদি পণ করে তবে আর কোন বাঁধা বিপত্তি থাকে না। ইচ্ছা পবিত্র হলে সকল বাঁধন ভেঙ্গে যায়, সব ধরনের বাঁধা- বিপত্তি দূর হয়ে যায়। এ সবকিছু কোন একক ব্যক্তি বা কতক লোকের কোন পরাকাষ্ঠা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা একে কল্যাণমন্ডিত করে এবং হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার এটিই প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন **ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء** (উচ্চারণ: ইয়ানসুরুকা রিজালুন নূহী ইলাইহীম মিনাস সামায়ে) অর্থ: **তারা তোমায় সাহায্য করবে যাদের প্রতি আমরা আকাশ থেকে ওহী করব।** অতএব ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যদি পবিত্র হয় আর আল্লাহ্ তা'লা এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়কে এভাবে উম্মুক্ত করে দেন যে, সর্বদা তা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে অগ্রগামী করা এবং তাঁর এই স্বপ্ন অর্থাৎ 'ইসলামকে পরিচিত করতে হলে মসজিদ বানিয়ে দাও'। অর্থাৎ সেসব মসজিদ যার নির্মাণকারী ও ইবাদতকারীরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় তাহলে ইসলাম এমন সুন্দরভাবে পরিচিতি লাভ করে যে, জগদ্বাসী সেই সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে যায়। কাজেই জামাতের সদস্যরা যখন সৎকর্ম করার মানসে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে অসাধারণ মনোবল দিয়েছেন এবং কাজের সামর্থ বৃদ্ধি করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও একই অবস্থা। এবার সফরের সময় এসব লোকদের আমি ঈমান ও নিষ্ঠায় পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রগামী পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং প্রত্যেক আহমদীর ঈমান ও নিষ্ঠাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

নরওয়েও ইউরোপের সেসব দেশের অন্তর্ভূক্ত যেখানে তরবীয়তের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এখানে জাগতিকতার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে কিন্তু এবার পুরুষ, মহিলা ও ছেলে-মেয়েদের বুঝানোর পর তাদের দৃষ্টিতে আমি লজ্জা-শরম ও অনুতাপ দেখতে পাই। তাদের মাঝে এ সংকল্প ও প্রত্যয় পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, আমরা আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করব। আমি যখন ক্লাসের সময় তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়েছি তখন বিশেষ ভাবে ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়েরা এমন মনোভাব ব্যক্ত করে, বিশেষ করে ওয়াকফে নও মেয়েরা অনেক দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। তারা এ অঙ্গীকারও করেছে, তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে বরং তারা নিজেদের পরিবেশেকে বদলে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। আর তারা এ ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছে,

তাদের পর্দা এবং পোষাকাদি এবং আহমদী মেয়েদের ভাবমূর্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা ও ঘাটতি ছিল তারা শুধুমাত্র তা দূর করেই ক্ষান্ত হবে না বরং নিজেদের সমাজে, জামাতী এবং বাইরের পরিবেশেও নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফীক দান করুন এবং পৃথিবীর সকল আহমদী ছেলে-মেয়েদেরকে এই সুযোগ দান করুন যেন তারা আহমদীয়াতের সত্যিকার আদর্শ হতে সক্ষম হয়। কেননা আমাদের মহিলাদের এবং মেয়েদের সংশোধন হলে পরেই পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে আর আল্লাহ্ তা'লাও বরকত দিবেন। যাহোক, বিগত পাঁচ বছরে নরওয়ে জামাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি উন্নতি লক্ষ্য করেছি।

নরওয়েতে বাহিরের লোকদের সাথে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তারও কিছু বিবরণ তুলে ধরছি কিন্তু এর পূর্বে নরওয়ে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। জুলাই মাসে সেখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল হয়ত সে কারণে অথবা তাদের কাছে অন্য কোন তথ্য ছিল যে কারণে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা সেখানে অনেক জোড়ালো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মসজিদে স্থায়ীভাবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আমি যতদিন সেখানে অবস্থান করেছি ততদিন নিরাপত্তা কর্মীরা আমার সাথে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ জন্য পুরস্কৃত করুন। সেখানকার একজন সাংসদ— সংসদ ভবন পরিদর্শনের আয়োজন করেছিলেন, সে সময় চার অথবা পাঁচ জন সাংসদও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটি অভ্যর্থনারও ব্যবস্থা ছিল আর খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। সংসদের প্রেসিডেন্ট যাকে আমাদের ভাষায় স্পিকার বলা হয়, যার নাম এন্ডারসন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তাকে জামাত সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার সুযোগ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষদ্বাণী ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি নিজ থেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, শিয়া, সুন্নি এবং আপনাদের মাঝে পার্থক্য কি? এভাবে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হয় এবং আলোচনা চলতে থাকে। এমনিভাবে সংবাদপত্র, রেডিও এবং টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও সাক্ষাতকার নিয়েছে। নরওয়ে একটি ছোট্ট দেশ, মোট জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন। যে সংবাদপত্র সাক্ষাতকার নিয়েছে, এর সার্কুলেশন সংখ্যা হলো তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং অতি চমৎকার পরিবেশে তারা সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে, মসজিদের কি উদ্দেশ্য, ইসলামের শিক্ষা কি, আহমদীয়া জামাতের মূল উদ্দেশ্য কি? সাক্ষাতকারের এসব কথা তারা তাদের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছে, রেডিওতে বর্ণনা করেছে বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সমুহে উল্লেখ করেছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা প্রচার করতে থেকেছে।

এছাড়া জামাত এবং খলীফার সম্পর্ক কি? কি কাজ করতে এসেছেন? এ ধরনের প্রশ্নও করা হয়েছিল। তাদেরকে এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি এবং তারা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষও করেছে। তারা বাইরে গিয়ে জামাতের লোকদের কাছ থেকেও এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছে। জামাতের সদস্যদের যে খিলাফতের সাথে একটি আত্মিক ও আবেগের সম্পর্ক আছে এটি তাদের কাছে যখন তারা বর্ণনা করেছে তখন তারা আরও বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি কেমন জামাত! যাদের মাঝে খিলাফত এবং জামাতের সত্তা এক ও অভিন্ন। যাহোক, অন্যান্য মুসলমানের বরাতে কথা চলতে থাকে। অন্যান্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কি আর আপনারা কি বলেন, আপনাদেরকে কেন মসজিদ

বলতে দেয় না এবং আপনাদেরকে কেন মুসলমান মনে করে না। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকে যা পত্রিকার রিপোর্টে এসে যাবে।

আমাদের নরওয়েতে মসজিদের অভ্যর্থনায় প্রায় ১২০জন স্থানীয় নাগরিক উপস্থিত ছিলেন যাদের মাঝে বারোজন সাংসদ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয়া। প্রধানমন্ত্রীর বাণীও তিনি সেখানে পড়ে শুনিয়েছেন, তার সাথে পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, লাহোরে সংঘটিত ঘটনার জের হিসেবে আপনার অন্তরের ব্যথা আমি অনুভব করতে পারি। আমিও বলেছি, আপনাদের ব্যথাও আমরা অনুভব করতে পারি কেননা, আমাদের আহমদীদেরকেও এভাবে শহীদ করা হয়। আমি সমবেদনা জানিয়ে বাণীও পাঠিয়েছিলাম।

একইভাবে জামাতের মানব সেবামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে তাকে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। তিনি অবাক হয়ে যান, কোন মুসলিম সংগঠন এমনও হতে পারে যারা এভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করে! তিনি বলেন, আমি সামান্য সময়ের জন্য এখানে এসেছি। রাত পৌনে আটটার সময় তার যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে গেলে পৌনে আটটায় আমার বক্তব্য আরম্ভ হয়, তিনি অনড় বসে থাকেন। আমার বক্তব্য বেশ দীর্ঘ হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে আমি দেখেছি, সাধারণত এরা ত্রিশ বা পয়ত্রিশ মিনিটের বেশি বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত নয়। আমার বক্তব্য তিনি পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। আমি পরবর্তীতে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। তিনি বলেন না না, আমার মনে হচ্ছে আজ আমি আমার সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছি। এরপরও তিনি বসে ছিলেন এবং খাবার খেয়েছেন। আর যেখানে পৌনে আটটার সময় যাবার কথা ছিল সেখানে সাড়ে নয়টায়ও তার উঠতে মনে চাচ্ছিল না। মোটের উপর তার সাথে অনেক কথা হয়েছে। কেননা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মসজিদ সম্পর্কে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং এক খোদার ইবাদত করাই হল মসজিদের মূল উদ্দেশ্য। এখানে যখন লোকেরা এক খোদার ইবাদতের উদ্দেশে আগমন করে তখন কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা ছড়ানো বা মন্দ চিন্তাধারার প্রশ্নই উঠে না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহেও এমন শ্রেণী আছে যারা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে। তাই আমি তাদেরকে মহানবী (সা.) এবং কুরআন সম্পর্কীত বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছিলাম এবং বলেছি। আমি তাদের বললাম, তোমরা বল জগতের শান্তি উঠে গেছে। মহানবী (সা.) সারা রাত ছটফট করতেন, তাঁর রাতগুলো দুঃশ্চিন্তায় কাটতো এবং তিনি দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ্ লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তারা যেন খোদাকে চিনতে পারে। আমি তাদেরকে বলেছি, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যদি পার্থিব ক্ষমতা দখলের কোন দুরভিসন্ধি থাকতো তবে তিনি রাতে এভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হতেন না, তার রাতের দুঃশ্চিন্তা কেবল ইহকালের শান্তির উদ্দেশ্যে ছিল না বরং মৃত্যুর পরের জীবনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য ছিল। যাহোক, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ সম্পর্কে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

একইভাবে সেখানে কালমার (সুইডেন) কাউন্টির সভাপতিও এসেছিলেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশেসমূহে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর একই পার্টির ন্যায় কাজ করে। সিস্টার পার্টি বা একই

পার্টি অথবা বিভিন্ন দেশে (মোটামুটি) একই নামে কাজ করছে এবং একে অপরকে সমর্থনও করে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের যিনি প্রেসিডেন্ট সাহেব তিনি বর্তমান সরকারী পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুইডেনে যে সরকারী দল আছে তিনি এর সদস্য। যাহোক, তিনিও ভালো মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইতোপূর্বে এখানের জলসায়ও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসায় গিয়েছিলাম; (আমি দেখেছি) আহমদীয়া জামাত এমনই একটি জামাত যারা ইসলামের সঠিক চিত্রকে তুলে ধরে আর এর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ভয় নেই। এরাই শান্তির পতাকাবাহী। এরপর একদিন খবর পেলাম, সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মসজিদ পরিদর্শনের জন্য আসছেন এবং সাক্ষাত করতে চাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে নরওয়ের মানবাধিকার সংগঠনের সভাপতি। তার সাথেও বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকে। জামাতের সেবা এবং সারা বিশ্বে জামাতের সাথে কি হচ্ছে, এসব বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এই মসজিদ নির্মিত হবার ফলে সকল ক্ষেত্রেই যে জামাতের পরিচিতি বাড়ছে তার একটি হলো, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্মাণ সম্পর্কীত যেসব খবারাদি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটি হল ইন্টারনেটে 'ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার' নিউজ পত্রিকা।প্রতিমাসে দশ অথবা এগারো মিলিয়ন মানুষ তা ভিজিট করে। আর তাদের সাপ্তাহিক একটি ই-নিউজ লেটারও প্রকাশিত হয় আর তা ১৪৭জনকে ইমেইলও করা হয়। নির্মাণ জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র, প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্যদের কাছে তা পাঠানো হয়। এই পত্রিকা এবং এই ওয়েব সাইটও এই শিরোনামে মসজিদের সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছে, উত্তর ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ এখানে নির্মিত হয়েছে। আর এর উদ্বোধন করার জন্য আহমদীয়া জামাতের খলীফা এসেছেন এবং এটি একটি জাতিগত মাইল ফলক। মসজিদকে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং সেই সাথে এ সংবাদও দেয়া হয়েছে, এটি শান্তির প্রতীক। এভাবে মসজিদের পরিচিতি যা আমি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম তার ফলে ইসলামের বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপিত হয়।

এছাড়া সিসকম মিডিয়া রয়েছে, ইন্টারনেট টেকনোলজি এবং ম্যাগাজিন প্রকাশক। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এটি টেকনোলজি বা নুতন প্রযুক্তির সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। এটিও মসজিদ, আহমদীয়াত এবং ইসলামের শিক্ষা, অভ্যর্থনা, উদ্বোধনের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশ করেছে। বরং নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বরাতে বলা হয়েছে যে তিনি বলেন, নতুন নরওয়ে গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মেরও একটি মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অভ্যর্থনার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, যেভাবে আজকে আমরা এখানে এ দৃশ্য দেখছি, এভাবে আমাদেরকে প্রত্যেকের জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে হবে আর সবাইকে সাথে রাখতে হবে। লেখক পত্রিকায় লেখেন, তিনি বলেন, যদিও এটি আমাদের উপাসনালয় নয় তথাপি আমি এখানে এসে সত্যিকার আনন্দ অনুভব করছি।

নরওয়েতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তার প্রেক্ষাপটে আমি সমবেদনা জানালাম, পত্রিকা আমার উদ্ধৃতি দিয়ে এ সম্পর্কেও বিস্তারিত লিখেছে। নরওয়ে থেকে হামবুর্গ আসা হয়। সেখানে দু'জন সাংসদ সাক্ষাত করতে এসেছিলেন এবং সংসদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ করছেন। তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মানবাধিকার কাকে বলে তা আমি তাদেরকে বলেছি আর আমি তাদেরকে কিছু প্রশ্নও করেছি। কিছুক্ষণ পরে

আমাকে বলতে থাকে, যেভাবে আপনি প্রশ্ন করছেন আমিতো এর প্রস্তুতি নিয়ে আসি নি। তখন কীভাবে প্রকৃতপক্ষে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় আমি তাদের অবহিত করে বললাম, কুরআনের শিক্ষা কি? আর আপনারা বা পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশ কি করছে? এরপর আমাদের যে দু'জন আহমদী সদস্য তাদের নিয়ে এসেছিলেন মেহমানগণ বাহিরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তিনি তো আমাদেরকে চিন্তার খোরাক দিয়েছেন। আমাদের চিন্তা-ভাবনা একই রকম। এখন এই দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করবো যেন আমরা জানতে পারি, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আর আমরা যা করছি তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাকে আমি পরিস্কার করে একথাও বলেছিলাম, একদিকে যেই শক্তিগুলো শান্তির শ্লোগান দেয় তারাই আবার লড়াইকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, এভাবে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার শান্তির নামে তোমরা নির্যাতনও অব্যাহত রাখ। লিবিয়া প্রভৃতি দেশের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে আছে। যাহোক, কিছুটা হলেও তাদের বোধোদয় ঘটেছিল। আমি বলেছি, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, শান্তি ফিরে এলে সেথা হতে বেরিয়ে যাও। এরপর প্রতিশোধ, আমিত্ব ও ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিও না। এ হলো পবিত্র কুরআনে অনুপম শিক্ষা। এ শিক্ষা পালন করলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, নতুবা নয়। যাহোক, তিনি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি নিজেও চিন্তা করব আর নিজ গন্ডিতে এসব কথা পৌঁছে দিব।

এখান থেকে একদিন আমরা ডেনমার্কের 'নাকস্কো'তেও গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের আলবেনিয়ান ও বসনিয়ান বন্ধুদের সমন্বয়ে গঠিত জামাত আছে। এ জামাতে প্রায় একশ'র মত আহমদী আছেন তবে কোন পাকিস্তানী নেই। আমার মনে হয় তারাও চাইতো যে আমি সেখানে যাই। অত্যন্ত নিষ্ঠাবানদের জামাত এটি। তাদেরও খানিকটা লাভ হয়েছে, তরবিয়তী কিছু বিষয় ছিল সে সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছে। কোন কোন পরিবার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এতটাই সমৃদ্ধ যে, দেখে অবাক হতে হয় অথচ পূর্বে কখনো দেখা-সাক্ষাতও হয়নি। আবালবৃদ্ধবনিতা সবার সাথে স্বতস্ফূর্ত সাক্ষাত হয়েছে, সেখানে গিয়ে লাভ হয়েছে। এক রাতও কাটিয়েছি সেখানে। সেখানে একটি কেন্দ্র বা একত্রিত হওয়ার যায়গাও আছে, কিছুদিন পূর্বেই জামাত এটি কিনেছে। সেখানে এখন বাজামাত নামায এবং জুমুআ ইত্যাতি পড়া হয়। যদিও একে এখন মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানকার মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত মেয়র এবং আরো কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ এসেছিলেন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। সেখানে আমি বলেছি, স্থায়ী মসজিদের জন্য যদি কোন জমি পাই তবে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করবো। এটি শুনে মেয়র এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেন, জমি না পাবার কোন কারণ নেই। আমরা মসজিদ বানাবো, কেননা এটি যে একটি শান্তিপূর্ণ জামাত তা আমরা বুঝতে পেরেছি। এটিই সে শহর যেখানে কিছু কাল বা কয়েক মাস পূর্বে সেখানকার ইসলাম বিরোধী স্থানীয় লোকজন এসে আমাদের জামাতের কেন্দ্রে বা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত স্থানে, বিভিন্ন প্রকার আঁকিবুকি করেছে, আবর্জনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যদিও সেখানে বৈরী মনোভাব রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীয়াত ও ইসলামের বাণী সেখানে পৌঁছাচ্ছে এবং শিক্ষিত সমাজে এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে, আহমদীয়াত ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে যা

সত্যিকার ইসলাম এবং শান্তিপূর্ণ ইসলাম। এতে খুবই উপকার হয় আর সফরকালীন সময় পত্র-পত্রিকাও সংবাদ প্রকাশ করে ফলে অধিক মানুষের কাছে বাণী পৌঁছায়।

অনুরূপভাবে ফেরার পথে 'মরসাল'এ বেলজিয়ামের প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়েছে যার নাম বাইতুল মজীদ রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ চাহেনতো এ মসজিদ নির্মাণও এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করি। বরং এর পূর্বেই হয়তো শেষ হবে। খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর এটি বেলজিয়ামের প্রথম মসজিদ হবে। যে এলাকায় আমাদের মিশন হাউস অবস্থিত তার নাম দিলবেখ। সেখানকার মেয়র এবং কয়েকজন সাংসদ এসেছিলেন। তারা সবাই ভাল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। সবাই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠান এবং জামাতের শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনকি মেয়র মহোদয় পরে তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমাকে আপনাদের বিভিন্ন ছবি দিন, এই পুরো অনুষ্ঠানের সিডি-ডিভিডি দিন। তিনি আহমদীয়া জামাতের শান্তির এ অনুপম বাণী এবং এ মসজিদকে নিজ এলাকার কাউন্সিল এবং জনসাধারণকে দেখাতে চান আর তাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চান যে, আমাদের এলাকাতেও শীঘ্রই এমন সুন্দর মসজিদ এবং এমন সুন্দর পরিবেশের সূচনা হওয়া উচিত। এই অনুষ্ঠানে তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার ভাষণ এবং অনুষ্ঠানের পুরো কার্যক্রম তিনি কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে উঠানোর ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন।

এরপর সেখানে 'মরাকু'তে আছেন ফুয়াদ হায়দার সাহেব। তিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ব্রাসেলস এর সংসদ সদস্য। তিনিও তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, খিলাফত ছাড়া বিশ্ব মুসলিমের কোন ভবিষ্যত নেই। তিনি আমার সম্পর্কে একথাও বলেছেন, আমার চিন্তাধারা এবং আহমদীয়া জামাতের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী তার সহকর্মী বন্ধুদের মাঝে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সে মুসলমান হোক বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী সবাইকে এবং অনুরূপভাবে তার পরিচিত বন্ধু মহলে অবশ্যই পৌঁছাবেন। এমনকি তিনি আমাদের মুবাল্লেগকে বলেছেন, এ সপ্তাহেই আমার সাথে সাক্ষাত করুন। পূর্বেও তিনি আমার সাথে একবার সাক্ষাত করেছেন। খুবই ভাল ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ আর জামাতের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাষী।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার যাবার ফলে সংবাদপত্র এবং রাজনীতিবিদ ও নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, শিক্ষিত সমাজের ভেতর আকর্ষণ জন্মে, এক কথায় অনেক লাভ হয়। তবুও এসব আমাদের চেষ্টামাত্র প্রকৃত ফল আল্লাহ্ তা'লাই দিবেন। আল্লাহ্ করুন যেন এ ফল ধরতেই থাকে। আরেকটি এলাকার মেয়র মহোদয়ও সেখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সীমাহীন আনন্দ পেয়েছি। তিনি বলেন, আজ যুবশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী 'পাসকেল স্মীথ' তার শহরে একটি সরকারী সফরে আসার কথা আর মেয়র হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমি মনে করি, এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন খলীফাতুল মসীহ্ এখানে এসেছেন, এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাই আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ তাই আজ আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কৃত করুন।

আবার এক এলাকার ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলর বলেন, যেহেতু আমি এই মসজিদের অনুমোদনের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেলজিয়ামকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছি

তাই এখন আমি এখানে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের বক্তব্য শোনার পর পরমানন্দ ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, আমার জামাতকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। আর খলীফাতুল মসীহ্'র একথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত যে, এ মসজিদ শুধুমাত্র একটি মসজিদই নয় বরং এ মসজিদ বেলজিয়াম ও অত্রাঞ্চলের সর্বসাধারণের জন্য শান্তি ও ভালবাসার নিদর্শন এবং প্রতীকও বটে। অতএব সর্বসাকুল্যে এই সফর খুবই আশিসমন্ডিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা এতে অশেষ বরকত দিয়েছেন। বেলজিয়ামে ইসলাম বিরোধী একটি শ্রেণী আছে। তারা কিছুদিন পূর্বে এই মসজিদ নির্মাণ করতে দেয়া অনুচিত বলে অত্র এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিল আর বিক্ষোভ মিছিলের তারিখও নির্ধারণ করেছিল। দু'দিন পূর্বে মিছিলও বের করেছিল। শনিবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মিছিল করা হয়। হাতে গোনা কিছু মানুষ এতে অংশ নিয়েছে কিন্তু কেউ এর প্রতি কর্ণপাত করেনি। আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে পরিবেশ পাল্টে দিলেন যারফলে স্থানীয় প্রশাসনের উৎকণ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। মোটকথা এসবই আল্লাহ্ তা'লার আশিস। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

'আমাদের প্রচেষ্টা শিশুদের খেলামাত্র। না আমরা মানব-হৃদয় থেকে সে অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম যা আজ জগময় ছড়িয়ে আছে। আর না-ই আমরা পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা তাদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারি। আমরা তাদের মাঝে পারস্পরিক এমন ভালবাসাও সৃষ্টি করতে পারি না যার ফলে তারা এক আত্মা এক প্রাণ হয়ে যায়। এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ। মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সাহাবাগণের ব্যাপারে বলেন: هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (সূরা আল্ আনফাল:৬৩-৬৪) অর্থ: **তিনি সেই খোদা! যিনি নিজ সাহায্যে মু'মিনদের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের হৃদয়ে এরূপ ভালবাসা প্রোথিত করেছেন যে, যদি তুমি সমস্ত পৃথিবীর ধনভান্ডার ব্যয় করতে তবুও এরূপ ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সেই ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময় খোদা। যে খোদা অতীতে এরূপ কাজ করেছেন তিনি আজও করতে পারেন। ভবিষ্যতেও তাঁর উপরই ভরসা। যে কাজ সংঘটিত হবার তাতে ঐশী কৃপার ফুৎকার হয়। মালি বাগানের পরিচর্যা করলে তা যেমন সবুজ ও সতেজ হয় অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও স্বীয় প্রেরিতগণের জামাতকে উন্নতি ও সতেজতা দান করেন। যে ফির্কা কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টা- প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে তাদের মাঝে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিভেদ দানা বাঁধে। যেমন ব্রাহ্মসমাজ অল্প কিছুদিন উন্নতি করে অবশেষে স্থিমিত হয়ে পড়েছে আর ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কেননা মানবীয় ধ্যান ধারণাই হলো এর ভিত্তি'।**

কাজেই এটি আল্লাহ তা'লার জামাত। এটি উন্নতি করবে আর করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও স্বীয় যৎসামান্য ও তুচ্ছ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সুযোগ ও সামর্থ দিন যাতে করে আমরাও এ পুণ্যের ভাগী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টায় কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে উন্নতির সেসব দৃশ্যও দেখান।

নামাযের পর আজ আমি চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেবের স্ত্রী মোহতরামা খুরশীদ বেগম সাহেবার গায়েবানা জানাযা পড়াব। তিনি শিয়ালকোর্ট জেলার খীবা বাজোয়া'র অধিবাসীনি ছিলেন। ইনি গত ৪ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون।

মরহুমা লাজনা ইমাইল্লাহ্, খীবা বাজোয়া'র প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘকাল জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। যথারীতি নামায, রোযা ও পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। সন্তানদের নামায এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তাঁর এক ছেলে মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব মাডাগাসকার এর মুবাল্লেগ। তিনি মুবাল্লেগ হিসাবে মাডাগাসকার'এ কর্মরত আছেন বলে মায়ের জানাযায়ও অংশ নিতে পারেন নি। তাঁর গায়েবানা জানাযা ইনশাআল্লাহ্ জুমুআর নামাযের পর পড়াব। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)